তারিখ 16 AUG 2017
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

সংবাদ

বন্যায় ২০ জেলায়

আড়াই হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

ভয়াবহ বন্যায় ২০ জেলার বিভিন্ন স্তরের প্রায় আড়াই হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিপুল সংখ্যক প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। কোন প্রতিষ্ঠান আংশিক আবার কোনটি পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মানুষের ঘরবাড়ি তলিয়ে যাওয়ার কারণে কিছু প্রতিষ্ঠানকে আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বন্যার পানি ঢুকে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বন্যায় : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

বন্যায় : ২০ জেলায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আসবাবপত্র, বই-খাতাসহ প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ নষ্ট হয়েছে। অনেক স্কুলের অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের (ডিপিই) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ করে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

১৪ আগস্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে জানান, ২০ জেলার ৩৫৬ উপজেলা বন্যা প্লাবিত হয়েছে। সিলেট, সুনামগঞ্জ, রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, নীলফামারী, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, নেত্রকোনা, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিসহ দেশের ৩৫৬টি উপজেলার ৩৫৮টি ইউনিয়ন বন্যা প্লাবিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে মাউশির পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেন সংবাদকে জানান, 'সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলবীবাজার, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জসহ আশাপাশের জেলায় বন্যায় ২৮৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এর মধ্যে ১৮৮টি বিদ্যালয়ের ক্লাসরুম একেবারে ডুবে গিয়েছিল। এখন উত্তরবঙ্গে বন্যা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। এই অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা এখনও তৈরি করা হয়নি। ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা করতে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের বলা হয়েছে।'

মাউশি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানায়, 'সিলেটসহ আশপাশের ১৯ জেলায় বন্যায় যে পরিমাণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এর চেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে উত্তরবঙ্গে বন্যায়। সবমিলিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এক হাজারের মতো হবে।'

এদিকে ডিপিই'র একজন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সংবাদকে জানান, ২০ জেলায় দুই হাজারের বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয় বিদ্যালয় কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এসব স্কুলে একাডেমিক কার্যক্রম প্রায় রয়েছে। গত ২৮ জুলাই পর্যন্ত সারাদেশের এক হাজার ৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তবে আগস্টে ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা এখনও নিরূপণ করা হয়নি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কুড়িগ্রামে বন্যায় ১৬টি নদ-নদীর পানি বেড়ে সর্বোচ্চ বিপদসীমার ১০৬ সে.মি উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। জেলার ৯ উপজেলার ৭২টি ইউনিয়নের প্রায় অধিকাংশ ইউনিয়ন বন্যার কবলে রয়েছে। ফলে চরাঞ্চলসহ নিম্নাঞ্চলের অনেক স্থানে নদীর পানি উঠে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্লাবিত হয়। পানির তীব্র স্রোতে কুড়িগ্রামের ১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুরোপুরি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ভাঙনের মুখে রয়েছে আরও প্রায় ২৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

নদীভাঙনে বিলীন হয়ে যাওয়া স্কুলের মধ্যে ডালিপুর উপজেলার সাহেবের আলগা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চরগুজিমারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, নেকুরের আলগা প্রাথমিক বিদ্যালয়, চর দুর্গাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, চর রামণিআশা প্রাথমিক বিদ্যালয়, জুয়ান সাতরা প্রাথমিক বিদ্যালয়, চর বাগুয়া অনন্তপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, সদর উপজেলার চরসারিডোবা প্রাথমিক বিদ্যালয় অন্যতম।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, বন্যার কারণে প্রাথমিকের প্রায় আড়াই শতাধিক ও মাধ্যমিকের প্রায় শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বন্যার কারণে অনেক জেলায় মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল-মাদ্রাসায় অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা বন্ধ রাখা হয়েছে। আগস্টে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা নেয়ার কথা। এ পরীক্ষাও ব্যাহত হচ্ছে। তবে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) এবং জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষার্থীরা। স্কুল বন্ধ থাকায় এসব শিক্ষার্থীর ক্লাস, অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন পরীক্ষা নেয়া যায়নি। বন্যা পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি না হলে সংশ্লিষ্ট জেলায় এ পরীক্ষা পিছিয়ে যেতে পারে। এ ব্যাপারে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের (ইইডি) প্রধান প্রকৌশলী দেওয়ান মো. হানজালা সংবাদকে জানান, 'বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে শিক্ষা কর্মকর্তা এবং ইইডির স্থানীয় প্রকৌশলীরা তালিকা তৈরি করেন। এ খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দও আছে। এখন উত্তরবঙ্গে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার পরিবেশ তৈরি করে দেয়া হবে। সে লক্ষ্যে আমাদের প্রস্তুতি রয়েছে।'